

দানযিলেৰে পুস্তক - নম্বৰ একশ ত্ৰিশি

যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক রূপান্তৰ: ষষ্ঠ রাজ্য থেকে ত্ৰবিধি ঐক্যে

Jeff Pippenger

2024-03-11

যখন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শীঘ্ৰ আগত রববিাৰ আইনটী বিলবৎ করবে, তখন এটা বাইবলীয় ভবষ্টিদ্বাণীৰ ষষ্ঠ রাজ্য হসিবে থাকা বন্ধ করবে এবং আধুনকি রোমৰে ত্ৰবিধি জোটেৰে তনি অংশৰে একটীতে রূপান্তৰতি হবো। যো প্ৰসেডিনেট রববিাৰ আইনটী বিলবৎ করবনে তনি হবনে শেষে প্ৰসেডিনেট, এবং তনি একজন রপিাবলকিান প্ৰসেডিনেট হবনে। এটা দুই সাক্ষ্যৰে উপর প্ৰতষ্টিতি।

আব্ৰাহাম লঙ্কিন, যনি প্ৰথম রপিাবলকিান প্ৰসেডিনেট ছিলনে, 1863 সালে এমানসপিশেন প্ৰোকলমেশেন "বলছেলিনে", যা ছিল পৃথবীৰ পশুর ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ইতিহাসে 'কথা বলা'-র মধ্যবৰ্তী মাইলফলক। 1863 সালে যখন লঙ্কিন এমানসপিশেন প্ৰোকলমেশেন "বলছেলিনে", তখন তনি ছিলনে প্ৰথম রপিাবলকিান প্ৰসেডিনেট, ফলে তনি শেষে রপিাবলকিান প্ৰসেডিনেটকে প্ৰতীকাযতি করনে। আব্ৰাহাম লঙ্কিন পৃথবীৰ পশুর প্ৰথম প্ৰব্ৰে শেষে মাইলফলক এবং একই সঙ্গে দ্বিতীয় প্ৰব্ৰে প্ৰথম মাইলফলককে নৰিদেশে করনে। যশি সৰ্বদাই শুরু দযিবে শেষকো বোঝান। দুই প্ৰব্ৰে শেষেটরি সমাপ্ততি যখন পৃথবীৰ পশু ড্ৰাগনৰে মতো কথা বলবে, তখন প্ৰসেডিনেট হবনে একজন রপিাবলকিান প্ৰসেডিনেট, যমেনটা লঙ্কিনৰে মাধ্যমে প্ৰতীকাযতি হয়ছে।

শেষে প্ৰসেডিনেট একজন রপিাবলকিান প্ৰসেডিনেট হবনে—এর দ্বিতীয় সাক্ষ্য হলো, 1৯৮৯ সালে রোনাল্ড রগানৰে মাধ্যমে যো শেষে সময় শুরু হয়ছিল সেই সময়কাল। 1৯৮৯ থেকে শগিগরি আসন্ন রববিাৰৰে আইন প্ৰযন্ত ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়কালটা ৫০৮ থেকে ৫৩৮ সালৰে ইতিহাসে পোপীয় রোমৰে সিংহাসনে আরোহণৰে প্ৰস্তুতরি ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়কাল দ্বারা প্ৰতনিধিতিব করা হয়ছে। ৫৩৮ সালে খ্ৰিস্টিবৰিোধীৰ ক্ৰমতায়নৰে জন্য প্ৰস্তুতরি সেই ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়কাল খ্ৰিস্টিৰে প্ৰস্তুতরি ত্ৰিশি বছর দ্বারা প্ৰতীকাযতি ছিল, অৰ্থাৎ তাঁর জন্ম থেকে তাঁর বাপ্তসিম প্ৰযন্ত।

খ্ৰিস্টিবৰিোধীৰ একটা ত্ৰিশি বছৰৰে প্ৰস্তুতরি সময়কাল ছিল, যা খ্ৰিস্টিৰে ত্ৰিশি বছৰৰে প্ৰস্তুতকি নকল করছিল। খ্ৰিস্টি ও খ্ৰিস্টিবৰিোধী উভয়ৰে ত্ৰিশি বছৰৰে প্ৰস্তুত, শীঘ্ৰই আসন্ন রববিাৰৰে আইনৰে সময় মরণঘাতী ক্ৰত আরোগ্যৰে যো প্ৰস্তুত-প্ৰব, তার পক্ষে দুটা সাক্ষ্য হসিবে দাঁড়ায়। সেই প্ৰস্তুতরি সময়কাল 1৯৮৯ সালে শেষে সময়ে শুরু হয়ছিল, যমেন খ্ৰিস্টি জন্মগ্ৰহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্ৰস্তুতরি সময় এসে পোঁছিল, যা তাঁর ভাববাদী ইতিহাসে শেষে সময়কো চহিনতি করছিল।

শেষে প্ৰসেডিনেটৰে আগে, দানযিলেৰে এগারো অধ্যায়ৰে দ্বিতীয় পদ শখোয যো ছয়জন প্ৰসেডিনেট থাকবে, যাদৰে ধারাবাহকিতা এমন এক ধনী প্ৰসেডিনেট প্ৰযন্ত গযিবে পোঁছায়, যনি বিশ্ৰায়নবাদীদৰে রাজ্যকো 'উসকো দেনে'। ওই ছয়জন প্ৰসেডিনেটৰে প্ৰথমজন ছিলনে রোনাল্ড রগান, একজন রপিাবলকিান। রোনাল্ড রগান ও আব্ৰাহাম লঙ্কিনই দুইজন সাক্ষী। 1৮৬৩ সালৰে বদিরোহৰে মাইলফলক এবং 1৯৮৯ সালে শুরু হওয়া প্ৰসেডিনেটদৰে ধারাবাহকিতা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে শেষে প্ৰসেডিনেটৰে বশেষ্টিয় সুনৰিদিষ্টি করে দযে।

রোনাল্ড রগিয়ান প্রথমটির প্রতীক, ফলে তিনিই শেষটিরও দৃষ্টান্ত। রগিয়ান ছিলেন একসময় মডিফিয়ার তারকা; তিনি ছিলেন সাবকে ডেমোক্রেট, পরে দলবদল করে রিপাবলিকান হন। ইংরেজি ভাষার উসকানমূলক ব্যবহারের জন্য তিনি পরিচিতি ছিলেন। রসবোধের জন্যও তিনি পরিচিতি ছিলেন। তিনি নিজেকে প্রোটস্টেট্যান্ট বলে ঘোষণা করতেন, কিন্তু বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত খ্রিস্টবিরোধীর সঙ্গে জোট বাঁধার সময় তিনি আসলে প্রোটস্টেট্যান্ট বলতে কী বোঝায় তা ঠিকমতো বোঝেন না—এ কথা নিজেরই প্রমাণ করছিলেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রপন্থী ছিলেন এবং রাজনৈতিকভাবে নরিভীক। তার আগে ক্রমতায় ছিলেন আধুনিক রাজনীতির সেই যুগের সবচেয়ে অকার্যকর প্রসেডিন্ট, এবং তার পূর্বসূরী চরমপন্থী ইসলামের দাবির কাছে নত স্বীকার করছিলেন। সম্ভবত তিনি যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলছিলেন—এবং যার বাস্তবায়নের কৃতিত্বও তাকে দেওয়া হয়—তা ছিল যখন তিনি বলছিলেন, "মস্টিটার গরবাচভে, এই প্রাচীর ভেঙে দনি।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প শেষ সময়ের প্রতীক, এবং তাই তাকে প্রথমের মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ট্রাম্প একজন সাবকে মডিফিয়ার তারকা ছিলেন, সাবকে ডেমোক্রেট যিনি পরে রিপাবলিকান হয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষার উসকানমূলক ব্যবহারের জন্য তিনি পরিচিতি। তার রসবোধের জন্যও তিনি পরিচিতি। তিনি নিজেকে প্রোটস্টেট্যান্ট বলে দাবি করেন, এবং দেখিয়েছেন যে প্রোটস্টেট্যান্ট বলতে কী বোঝায় তা তিনি সত্যিই বোঝেন না, এবং আসন্ন রববারের আইন প্রণয়নের সময় তিনি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত খ্রিস্টবিরোধীর সঙ্গে জোট গড়বেন।

তিনি আমেরিকাপন্থী এবং রাজনৈতিকভাবে নরিভীক। তার আগে আধুনিক রাজনীতির সেই যুগের সবচেয়ে অকার্যকর প্রসেডিন্ট ছিলেন, আর ২০২৪ সালে তিনি পুনর্নির্বাচন হলে, তখনও তার আগে আধুনিক রাজনীতির যুগের নতুন 'সবচেয়ে অকার্যকর' প্রসেডিন্ট থাকবেন। উভয় ক্ষেত্রেই তার পূর্বসূরী চরমপন্থী ইসলামের দাবির কাছে নত স্বীকার করার জন্য পরিচিতি। নশ্চিয়ই তিনি এ পর্যন্ত যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলছেন, এবং যা বাস্তবায়নের কৃতিত্বও তাকে দেওয়া হবে, তা হলো "দয়াল বানাও।"

এটি বিলার উদ্দেশ্য নয় যে জমি কার্টার, বারাক হুসইন ওবামা এবং জো বাইডেন তাঁদের প্রসেডিনেন্সরি সময় অত্যন্ত কার্যকর ছিলেন না; বরং কথা হলো, তাঁদের কার্যকারিতা মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সননবিষ্টি নীতসিমূহ ধ্বংস করার জন্য তাঁদের কাজের উপর ভিত্তি করে ছিল—যে দললিটা তাঁরা প্রত্যেকে রক্ষা ও সমুন্নত রাখার শপথ নিয়েছিলেন—এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এই বাস্তবতা যে কার্টার রগিয়ানের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ইসলামকে জম্মিদরে ধরে রাখতে দিয়েছিলেন, আর ওবামা ইসলামী বিশ্বকে ক্রমা পুরাখনার সফর করছিলেন এবং চরমপন্থী ইসলামের প্রধান ব্যাংকে অন্তত এক বিলিয়ন ডলার নগদ দিয়েছিলেন, এবং ইসলামের প্রতি বাইডেনের সমর্থনের রেকর্ড তালিকাভুক্ত করার জন্যও অতমাত্রায় দীর্ঘ।

রোনাল্ড রগিয়ান 'আয়রন কার্টনে' নামে পরিচিত প্রতীকী দয়োলটি ভেঙে ফেলার কাজ সম্পন্ন করছিলেন, এবং ১১ নভেম্বর, ১৯৮৯-এ বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়ে, যা সেই আধ্যাত্মিক বিজয়কে একটি আকর্ষক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করল। ট্রাম্প চার্চ ও রাষ্ট্রের বচ্ছদে পরিচীকী দয়োলটি ভেঙে ফেলবেন, এবং তৃতীয় 'হায়' সেই ঘটনার একটি আকর্ষক চিহ্ন প্রদান করবে। সেই ঘটনাই এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের উপর সলিমোহর দেওয়ার

সময়কালটির সমাপ্তি ঘটাতে; এই সময়কালটি শুরু হয়েছিল তৃতীয় 'হায'-এ ইসলামের আগমনের সঙ্কে, যা একটি আকস্মিক চিহ্ন দিয়েছিল যে সলিমোহররে আধ্যাত্মিক কাজটি শুরু হয়েছে। ৭ অক্টোবর, ২০২৩, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সলিমোহররে সময়ের তিনটি আকস্মিক ঐতিহাসিক চিহ্নের মধ্যবিন্দু হিসেবে দাঁড়িয়েছিল।

সীলকরণের সেই ইতিহাসের মাঝখানে, রোনাল্ড রগোনের পর ষষ্ঠ প্রসেডিন্ট অতল গহ্বররে পশুর দ্বারা প্রতীকী অর্থে রাজনৈতিক হত্যার শিকার হন। সীলকরণের সময়ের শুরুতে অতল গহ্বররে পশুটি ছিল ইসলাম, যা মুহাম্মদকে প্রতিনিধিত্ব করে—একজন মথিয়া নবীর প্রতীক হিসেবে। সীলকরণের সময়ের শেষে অতল গহ্বররে পশুটি হল ক্যাথলিকধর্মের সমুদ্র থেকে ওঠা পশু, যার মারণাত্মক ক্রম তখন সরে ওঠে। সীলকরণের সময়ের মধ্যভাগে যে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে, সে পশুটি হচ্ছে নাসতিকতার পশু—ড্রাগন। সীলকরণের সময়ের মধ্যভাগেই অতল গহ্বররে সেই ড্রাগন-পশুটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দুই সাক্ষীকে হত্যা করে।

মার্কনি গৃহযুদ্ধে দাসপ্রথাপন্থী ডেমোক্রেস্যাটিক ড্রাগন গোষ্ঠী প্রথম রিপাবলিকান প্রসেডিন্টকে সরাসরি হত্যা করেছিল। গৃহযুদ্ধ ১৮৬৫ সালের ৯ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল, এবং এক সপ্তাহ পরে ১৫ তারিখে লিংকন মারা যান, যদ্যপি তার আগের দিনই তাকে গুলি করা হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হয়েছিল সপ্তম দিনের সাবাথে, এবং লিংকনও সপ্তম দিনের সাবাথে মারা যান।

ধনী ও কৃষমতাবান প্রসেডিন্টের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলা (উস্কে দেওয়া) গ্লোবালসিটরা ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। অতল গহ্বর থেকে ওঠা সেই পশুটি ছিল ড্রাগন-পশুর প্রতীক, যে প্রতীকীভাবে সর্বশেষে রিপাবলিকান প্রসেডিন্টকে হত্যা করেছিল—যার প্রতরূপ দেখা যায় প্রথম রিপাবলিকান প্রসেডিন্টের প্রকৃত মৃত্যুর ঘটনায়। ঈশ্বরের বাণী জানায়, তার মৃত্যুর জন্য বিশ্ব উল্লাস করার পর তিনি আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। আমরা এখন ২০২৪ সালে, এবং দেখা যাচ্ছে যে তার বিরুদ্ধে চালানো সমস্ত আইনযুদ্ধ, মথিয়া, প্রচারণা ও ঢালা অর্থ সত্ত্বেও ট্রাম্প আবার জীবন ফিরে পয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের যে সংঘর্ষ প্রকাশ পায়, এবং সেইসঙ্গে যা বিশ্বব্যাপী একই সংঘর্ষের পূর্বচক্রের তুলে ধরে, উপর থেকে অন্তিম বৃষ্টি দ্বারা প্রতীকায়িত ঈশ্বরের শক্তি নিম্নে আসার সময়, নচি থেকে এক শয়তান শিক্ত উঠে আসবে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ইতিহাস থেকে শুরু করে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইন পর্যন্ত, তৃতীয় 'হায'-এর ইসলাম অতল গহ্বর থেকে ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে এসেছিল; যা সেই ইতিহাসের সূচনায় জ্বলন্ত ভবনগুলোর ধোঁয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ২০১৬ সালে গ্লোবালসিটদের কমিউনিস্ট ওয়োক-ইজম দুই সাক্ষীকে হত্যা করতে উত্থিত হয়েছিল। এরপর শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইনের সময়, পোপতন্ত্র—যা তখন সাতটিরই একজন হয়েও অষ্টম পশু হবে—তার মারণাত্মক ক্রম নরিময় হলে পৃথিবীর সংহাসনে আরোহণ করবে।

উপর থেকে আসা শক্তি হিসেবে শেষে বৃষ্টি যখন বর্ষাতি হচ্ছে, সেই সময়ে নীচ থেকে যে শক্তি আসে তাকে যে পশুরা প্রতিনিধিত্ব করে, তারা একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক 'সত্য'কে প্রকাশ করে। ধোঁয়ার মতো যে প্রথমটি উঠে আসে, তা হলো তৃতীয় 'হায'-এর ইসলাম; প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় আঠারের প্রথম কণ্ঠ ধ্বনতি হওয়ার সময়ে, যখন শেষে বৃষ্টি 'মাপা' হতে শুরু করে, তখনই এটি উঠে আসে। সর্বশেষে যে পশুটি উঠে আসে, তা হলো পোপতন্ত্র;

প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় আঠারের দ্বিতীয় কণ্ঠ ধ্বনতি হওয়ার সময়, যখন শেষে বৃষ্টি মাত্রাহীনভাবে বর্ষতি হচ্ছে, তখন সটে উঠে আসে।

প্রথমটি শেষটির প্রতীক, আর মাঝখানে যে পশুটি উঠে আসে, সটে নিাস্তকিতাবাদী বর্ষিবায়নের পশু যা ২০২০ সালে দুই সাক্ষীকে হত্যা করছিল। একটি সাক্ষী ছিল প্রোটসেট্যান্ট শিং, আর অন্যটি ছিল রপিবলকিন শিং। নিাস্তকিতার পশুর সঙ্গে সম্পর্কিত বদিরোহ ও নরৌজ্য হবিবু বরণমালার ত্রয়োদশ অক্ষর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এবং অতল গহ্বর থেকে আসা সেই পশুটি প্রথম ও শেষে অতল গহ্বরের পশুর মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল, যা হবিবু শব্দ 'সত্য'-এর সংজ্ঞা গঠন করে, যদিও সটে এমন এক সত্য যা উপর থেকে স্বর্গীয় শক্তি আসার সময় নচি থেকে আগত শয়তান শক্তিকে চহ্নতি করে।

দুই সাক্ষী নহিত হওয়ার সাড়ে তিন দিন পর একটি "মধ্য কণ্ঠস্বর" ধ্বনতি হতে শুরু করল। সটে ছিল "অরণ্যে ডাক দিচ্ছে এমন একজনকে কণ্ঠস্বর"। সেই কণ্ঠটি ছিল চুক্তরি বার্তাবাহকের জন্য প্ৰস্তুতকারী দূতের কণ্ঠের "সমাপ্তি", এবং এলঘিয়ার কণ্ঠস্বরের সূচনা, যে নারী-পুরুষকে কার্মলে পরবতে আহ্বান জানায়।

ভাই ও বোনো, ইচ্ছা করি আমি এমন কিছু বলতে পারতাম, যাতে আপনারা এই সময়ে গুরুত্ব, এখন যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার তাৎপর্য সম্পর্কে জাগ্রত হন। ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করার জন্য এখন যে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঈশ্বরের পবতির স্মারক ভেঙে ফেলা হয়েছে, আর তার স্থানে কোনো পবতিরতা নই এমন এক মথিয়া বশিরামদনি বিশ্বের সামনে স্থাপিত হয়েছে। আর যখন অন্ধকারের শক্তিগুলো নীচ থেকে সবকিছুকে আলোড়িত করছে, তখন স্বর্গের প্রভু ঈশ্বরের উপর থেকে শক্তি পাঠাচ্ছে—তাঁর জীবন্ত প্রতিনিধিদের জাগিয়ে তুলে স্বর্গের বধিকে উচ্চ তুলে ধরতে, এই জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য। এখনই, ঠিক এখনই, বদিশে কাজ করার আমাদের সময়। ধর্মীয় স্বাধীনতার দেশে আমেরিকা যখন বিবেকের ওপর জোর প্রয়োগ করে এবং মানুষকে মথিয়া বশিরামদনিকে সম্মান করতে বাধ্য করতে পোপতন্ত্রের সঙ্গে একত্রিত হবে, তখন পৃথিবীর প্রতীতি দেশের মানুষকে তার উদাহরণ অনুসরণ করতে পরচালিত করা হবে। সতর্কবার্তাটি বিস্তার করার জন্য, হাতের নাগালের সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়ে নিজদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে আমাদের লোকেরা এখনও অর্ধেক জাগ্রত নয়।

"স্বর্গের প্রভু ঈশ্বরের সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্য তাঁর প্রহরীদের পাঠানো না পরষন্ত অবাধ্যতা ও লঙ্ঘনের জন্য তিনি পৃথিবীর উপর তাঁর বিচারসমূহ পাঠাবেন না। বার্তাটি আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি অনুগ্রহের সময়কাল বন্ধ করবেন না। ঈশ্বরের ব্যবস্থা মহিমাবতি হবে; এর দাবিসমূহকে তাদের সত্য, পবতির চরিত্রের উপস্থাপন করতে হবে, যাতে মানুষ সত্যের পক্ষে বা বিপক্ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। তবুও কাজটি ধার্মিকিতায় দ্রুতই সমাপ্ত করা হবে। প্রভুর পথ প্রস্তুত করতে খ্রিস্টের ধার্মিকতার বার্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনতি হবে। এটাই ঈশ্বরের মহিমা, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজকে সমাপ্ত করে।" সাক্ষ্যাবলী, খণ্ড ৬, ১৮, ১৯.

২০২৩ সালের জুলাই মাসের শেষে যে বার্তাটি শ্রুত হয়েছিল, তা এখন "সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা" করছে সেই "সতর্কবার্তা", এবং চহ্নতি করছে "এই সময়ের গুরুত্ব, এখন যে ঘটনাগুলি ঘটছে

তার তাৎপর্য"। এটি "অন্ধকারের শক্তিগুলিকে" "সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত" করছে, যারা "নীচ থেকে উপাদানগুলোকে আলোড়িত করছে", এবং যারা "স্বর্গের প্রভু ঈশ্বর" ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ "উপর থেকে শক্তি পাঠানো" শুরু করেছিলেন। এটি "খ্রিস্টের ধার্মিকতার বার্তা"কে "পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত" "ধ্বনিত" করছে। এখনই সময় "জগে ওঠার" "এই সময়ে গুরুত্ব" উপলব্ধি করতে, কারণ ঈশ্বর এখন "অবাধ্যতা ও লঙ্ঘনের জন্য পৃথিবীর ওপর তাঁর বিচারসমূহ পাঠানো" শুরু করতে যাচ্ছেন।

দানিয়েল ১১-এর চল্লিশতম পদে ১৯৮৯-কে শেষকালের সময় হিসেবে উপস্থাপিত যাে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রাখা, তা ১৭৯৮-কে শেষকালের সময় হিসেবে উপস্থাপিত সেই অভ্যন্তরীণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রাখার বাহ্যিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে। ঐ পদে ১৯৮৯ থেকে শুরু হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস পোপীয় রোমের মরণঘাতী ক্ৰম আরোগ্য হওয়ার তিন ধাপের প্রক্রিয়াকে সনাক্ত করে। ১৯৮৯ থেকে, এবং শীঘ্রই আসতে থাকা রবিবার আইনে সেই ক্ৰম আরোগ্যপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়টি একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালকে প্রতিনিধিত্ব করে। দানিয়েল ১১-এর দ্বিতীয় পদ আরেকটি রাখা যোগ করে, ১৯৮৯ সালে রোনাল্ড রোগান দিয়ে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতদ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে। রবিবার আইনের দিকে নিয়ে যাওয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের একটি দ্বিতীয় সাক্ষ্য রয়েছে ৫০৮ থেকে ৫৩৮ পর্যন্ত সম্পন্ন ত্রিশ বছরের প্রস্তুতিতে, যখন পোপতন্ত্র প্রথমবার সংহাসনে আরোহণ করে এবং সেই বছরই একটি রবিবার আইন প্রণয়ন করে।

খ্রিস্ট ত্রিশ বছর বয়সে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং সাড়ে তিন বছরের তাঁর সর্বোচ্চ শুরু করেন। পোপতন্ত্র খ্রিস্টের একটি শয়তানিকাল; আর ৫০৮ থেকে ৫৩৮ পর্যন্ত ত্রিশ বছরকে খ্রিস্টের বাপ্তিস্মে উপনীত হওয়া তাঁর প্রথম ত্রিশ বছরের নকল হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। তাঁর সাড়ে তিন বছরের সর্বোচ্চকে নকল করা হয়েছিল সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাড়ে তিন বছরে, যখন পোপতন্ত্র পৃথিবীর সামনে মৃত্যুর সর্বোচ্চ পর্বে করছিল—খ্রিস্টের জীবনদায়ী সর্বোচ্চের নকল হিসেবে।

তার সর্বকালের শেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, সপ্তম দিনে সমাধিতে বশিরাম নলিনে, তারপর পুনরুত্থতি হলেন। ১৭৯৮ সালে, সাড়ে তিন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বছরব্যাপী পোপতন্ত্রের শয়তানিকালকালের শেষে, পোপতন্ত্রের মরণঘাতী ক্ৰম শেষে; এরপর প্রতীকী সত্ত্বর বছর ধরে তা বসিত থাকে, যতক্ষণ না সাতটির মধ্য থেকেই "অষ্টম" হিসেবে তা পুনরুত্থতি হয়। খ্রিস্ট সপ্তাহের প্রথম দিনে পুনরুত্থতি হয়েছিলেন, কিন্তু ধারাবাহিকতার বিচারে প্রথম দিনটিই "অষ্টম" দিন, এবং তা খ্রিস্ট সৃষ্টি করেছিলেন এমন "সাতটির"ই একটি সংখ্যা হিসেবে আট "পুনরুত্থান" নির্দেশ করে, এবং পোপতন্ত্র পুনরুত্থতি হয়, কারণ বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাজ্যসমূহের মধ্যে এটাই একমাত্র রাজ্য যাকে মরণঘাতী ক্ৰমপ্রাপ্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পৌল উল্লেখ করেন যে, যখন ঈশ্বর প্রাচীন ইসরায়েলকে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন, তখন বাপ্তিস্মটি প্রতীকীভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল।

আরও, ভাইরো, আমা চাই না তোমরা অজ্ঞ থাকো যে আমাদের সকল পত্নীপুরুষ মঘের অধীনে ছিলেন, এবং সকলই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন; এবং তারা সকলই মঘে ও সমুদ্রে মোশরি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১ করিন্থীয় ১০:১, ২।

আধ্বাত্মকি ইস্রায়েলেরে জন্ম বাপ্তস্মিমে বধি, আক্শরকি ইস্রায়েলেরে জন্ম খৎনার বধিকি প্ৰতিস্থাপতি করছেলি, এবং খৎনা অষ্টম দিনে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। অতএব খ্রিস্ট অষ্টম দিনে, যা সাতরে মধ্য থেকেই, পুনরুত্থতি হয়েছিল; এবং যখন পোপতন্ত্র সাতটির মধ্য থেকেই অষ্টম হিসেবে পুনরুত্থতি হয়, তখন সটে খ্রিস্টেরে ধারার শয়তানীয় সমান্তরাল হয়ে দাঁড়ায়। পোপতন্ত্রকে সংহাসনে আরোহনের প্ৰস্তুতির ত্রিশ বছর, খ্রিস্টেরে জীবনের ত্রিশ বছর—তাঁর বাপ্তস্মি, পরিচর্যা ও মৃত্যুর প্ৰস্তুতি—দ্বারা প্ৰতীকায়তি ছিল। ঐ দুই ধারাই এমন এক সময়কালকে চহ্নিতি করে, যা বাইবেলেরে ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের পতনের দিকে নিয়ে যায়। উভয় ধারা-ই পৃথিবী থেকে ওঠা পশুটির শেষে প্ৰযায়কে উপস্থাপন করে। খ্রিস্টেরে ধারায়, তাঁর জন্ম সেই ইতিহাসেরে 'সময়ের শেষে' চহ্নিতি করছেলি।

সুতরাং, আমাদের চারটি রাখো রয়েছে। পদ চল্লিশেরে ১৯৮৯-এর 'শেষ সময়' থেকে পদ একচল্লিশেরে 'রবিবারের আইন' পর্যন্ত। দ্বিতীয় পদের রাষ্ট্রপতদিরে উপস্থাপনা, এবং খ্রিস্ট ও খ্রিস্টবরিশোধী—উভয়েরে জন্ম প্ৰস্তুতির ত্রিশ বছর। খ্রিস্টেরে ত্রিশ বছর তাঁর রাখোয় 'শেষ সময়'-এ শুরু হয়েছিল, যা তাঁর জন্ম দ্বারা চহ্নিতি ছিল। ১৭৯৮-এর 'শেষ সময়'কে আক্শরকি ইস্রায়েলেরে আক্শরকি বাবলি সত্তর বছরের বন্দদিশার সমাপ্তি দ্বারা প্ৰতীকায়তি করা হয়েছিল। অতএব, দানয়িলে ১১-এর দ্বিতীয় পদ দারযুস দিয়ে শুরু হয়, কারণ বাবলিরে পতনের সময় দারযুস রাজত্ব শুরু করছেলি। ১৯৮৯ পদ চল্লিশে 'শেষ সময়', এবং দানয়িলে ১১-এর দ্বিতীয় পদও 'শেষ সময়'; এবং খ্রিস্টেরে প্ৰস্তুতির ত্রিশ বছর শুরু হয়েছিল 'শেষ সময়'-এ। এই চারটি রাখোর মধ্যে তনিটতি 'শেষ সময়'কে সহজেই শুরুর মাইলফলক হিসেবে চহ্নিতি করা যায়।

প্ৰথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতেরে আন্দোলনে দুইটি ২২০ বছরের সময়কাল ২২০-কে মানবতা ও ঐশ্বরিকতার মধ্যকার সংযোগেরে প্ৰতীক হিসেবে চহ্নিতি করে। দুইশ কুড়ি বছরের ওই প্ৰতীকী সংযোগেরে সূচনা ১৭৭৬ সালে হয়েছিল, যা ১৯৯৬ সালে গিয়ে পোঁছায়।

সেই সময়কালটির প্ৰতীক ছিল মলিরাইট ইতিহাসে ১৬১১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত দুইশ কুড়ি বছর। ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত, যখন বাইবেলেরে ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর পশু সংহাসনে আরোহণ করে, সেই সময়কালটি ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হওয়া দুইশ কুড়ি বছরের পরিসরেরে তনিটি মাইলফলকেরে মধ্যে প্ৰথম দুটি প্ৰতিনিধিত্ব করে।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ সাল এমন এক সময়কালকে নির্দেশ করে যা বাইবেলেরে ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত ষষ্ঠ রাজ্যেরে ক্షমতায়নের দিকে নিয়ে যায়, এবং তাই তা খ্রিস্ট ও খ্রিস্টবরিশোধীর প্ৰস্তুতির ত্রিশ বছরেরে সঙগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পৃথিবীর পশুর ক্షমতায়নের পূর্ববর্তী সময়টি সেই সময়কালকেই প্ৰতিনিধিত্ব করে, যা ত্রিবিধি ঐক্যেরে ক্షমতায়নের পূর্ববর্তী; আর ত্রিবিধি ঐক্যই হলো সাতটির মধ্য থেকে আগত অষ্টম পশু। সাতটির মধ্য থেকে আগত এই অষ্টম পশু বিশ্বকে শাসনকারী পোপতন্ত্রেরে দ্বিতীয় ও শেষে প্ৰকাশ। বিশ্বশাসনে পোপতন্ত্রেরে প্ৰথম প্ৰকাশেরে সময় প্ৰস্তুতির ত্রিশ বছরেরে একটি প্ৰব ছিল।

ধারার পর ধারা—১৯৮৯ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাস; ৫৩৮ সালে পোঁছানো ত্রিশ বছরের ইতিহাস; খ্রিস্টেরে বাপ্তস্মিমে পোঁছানো ত্রিশ বছরের ইতিহাস; দানয়িলে একাদশ অধ্যায়েরে দ্বিতীয় পদের ইতিহাস, যা রোনাল্ড রগোন থেকে শুরু হয়ে রবিবারের আইন পর্যন্ত; এবং ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮-এর ইতিহাস—এগুলো সবই শেষে কালে একই ইতিহাসকে উপস্থাপন করছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া অপরিহার্য, কারণ ১৭৭৬-এ শুরু হয়ে

১৭৯৮ পর্যন্ত যবে ইতহিস, সটোই সই ধারা যা সব ধারাকে একত্রে এনে স্পষ্টতা প্রদান করে।

ভবষিদ্বাণীমূলক ইতহিসরে সই ধারায়—যা প্রকাশতি বাক্য তরে অধ্যায়রে পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর সমাপ্তিকালীন ইতহিস—একটি অভ্যন্তরীণ ধারা আছে, যখনে ঈশ্বররে লোকদেরকে সত্য প্রোটস্ট্যান্টবাদরে শং দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হযছে; এবং একটি বাহ্যিক ধারা আছে, যখনে প্রজাতন্ত্রবাদরে শং দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হযছে। উভয় শংতেই ভবষিদ্বাণী আলোকপাত করে এমন দ্বিবিধি সংগ্রাম ও বতিরক রযছে। আমরা ১৯৮৯ থেকে রববার আইন পর্যন্ত ইতহিসরে প্রকাশতি ড্রাগন, পশু মথিয়া নবী এবং ইসলাম—এই ভবষিদ্বাণীমূলক উপাদানগুলোকে শনাক্ত করে আসছি।

ড্রাগনরে ভবষিদ্বাণীমূলক বশেষিট্য হলো, সে মথিয়ার পতি, সে হত্যাকারী, এবং সে পৃথিবীর গোপন ষড়যন্ত্রগুলোর নতো, যমেন সে স্বর্গগে ছলি। তার ধর্ম স্পরিচুয়ালজিম। আজ যাকে 'lawfare' বলা হয়, সে তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক; সে অপবতির আইনজীবী, আমাদের ভাইদরে বিরুদ্ধে অভিযোগকারী—যমেন সে স্বর্গীয় আদালত ইয়োরেরে আনুগত্য ও বশি়াস নযি়ে বাদানুবাদ করছেলি, যমেন সে মোশরে দহে নযি়ে বাদানুবাদ করছেলি, এবং যমেন সে আরও জাখারিয়া গ্রন্থরে তৃতীয় অধ্যায়ে যহি়েশূয়রে নোংরা বস্তর খুলে নেওয়ার বষিয়ে খরসিটরে কাজরে বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করছেলি। সে-ই রাজ্যসমূহরে উপর শাসন করে, এবং সে-ই নিজেকে ঈশ্বররূপে উচচে তোলে।

জন্তুটির ধর্ম ক্যাথলিক ধর্ম, এবং সে সই নারী, যবে প্রথা ও রীতিনীতি দ্বারা পৃথিবীকে প্রতারতি করে—যগুলো ঈশ্বররে বাক্যরে উর্ধবে মান্য করতে হবে বলে সে তার অনুসারীদের বশি়াস করায। সে তার জাদুবদিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রতারতি করে; প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরে অষ্টাদশ অধ্যায়রে তইশ পদে এর জন্ম ব্যবহৃত গ্রিক শব্দটি হলো pharmakeia, যার অর্থ 'ঔষধ'। সে পৃথিবীর রাজাদরে সঙগে ব্যভিচার করে। সে সই ব্যক্তরি নকল, যনি মৃত ছিলি, কনিতু আবার জীবতি আছনে। সে সই যবে একবার বসিমৃত হয়, পরে আবার স্মরণে আসে, এবং সে অষ্টম—তবে সাতরেই একজন। সে সই জন্তু যার প্রতমূর্তি যুক্তরাষ্টর গড়ে তোলে—তার অনুরূপ একটি প্রতমূর্তি এবং তার উদ্দেশ্যে একটি প্রতমূর্তি।

মথিয়া নবী হল ধর্মচ্যুত প্রোটস্ট্যান্টবাদ, যবে নিজেকে এমন কছু বলে দাবি করে যা ঈশ্বররে বাক্য অস্বীকার করে; আর ঈশ্বররে বাক্যকে অস্বীকার করার কারণেই ঈশ্বররে বাক্য যবে শক্তি দিয়ে, তা এতবে নই। ঈশ্বররে বাক্যরে শক্তি ছাড়া, যবে কোনো গরিজা বা জনগোষ্ঠী যারা এখনও ঔদ্যতযরে সঙগে নিজদেরকে ঈশ্বররে লোক বলে দাবি করে, তারা যুক্তগিতভাবে বাধ্য হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর ভর করতে, যনে তারা ঈশ্বররে কাজ সমপন্ন করছে—এই ভান করতে। ধর্মচ্যুত প্রোটস্ট্যান্টবাদই বাল ও আশতোরতেরে সই নবীরা, যারা ইজবেলে ও হরোদয়িসরে জন্ম প্রতারণামূলক নৃত্য পরবিশেন করে; আর তারাই হরোদয়িসরে কন্যা সালোমে।

এই তনি শক্তিরবিধি জোটে একত্রতি হয়, কনিতু প্রকৃতপক্ষে তারা একে অন্যকে ঘৃণা করে। তারা যবে পরস্পররে সঙগে বরিোধে রযছে—এই সত্যটনি বুঝলে বোঝা অসম্ভব যবে কীভাবে দশ রাজা (জাতসিংঘ) তাদের রাজ্য পোপতন্ত্ররে হাতে দতি সম্মত হবে, এবং একই অধ্যায়ে তার মাংস খয়ে তাকে আগুন পুড়িয়ে দেবে। এই শক্তিগুলোর মধ্যকার বরিোধ ঈশ্বররে ভবষিদ্বাণীর শকিষার্থীদের শখনো উচতি।

ইসলাম হলো সপ্তম তুরী, এবং তৃতীয় বপির্ষয় হিসেবে এটি সেই বচারের হাতযার যা ঈশ্বর আধুনিকি ব্যাবলিনের উপর বচার আনতে ব্যবহার করেন, যমেন প্রথম চারটি তুরী পশ্চিমা পৌত্তলকি রোমের উপর বচার এনছেলি এবং যমেন পঞ্চম ও ষষ্ঠ তুরী পৌপীয় রোম ও পূর্বের পৌত্তলকি রোমের উপর বচার এনছেলি।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

এই বিশিষে তাৎপর্যময় সময়ে, ঈশ্বরের মেষপালরে রক্ষকরা জনগণকে শিক্ষা দেওয়া উচতি যে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। ধর্মীয় জগতে বর্তমানে যে তীব্র অনুভূতির আবহ বরিজ করছে, তা মানুষের সৃষ্টি নয়। শয়তানের আধ্যাত্মিক সভাগৃহ থেকে উৎসারিত এক শক্তি বিশ্বের ধর্মীয় মহলে সঞ্চার করছে, শয়তান যে সুবিধাগুলি অর্জন করেছে সেগুলোকে আরও জোরদার করতে মানুষকে দৃঢ় পদক্ষেপে নতি উত্তেজিত করছে, এবং যারা ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের পথপ্রদর্শক ও মতবাদরে একমাত্র ভিত্তি করে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় জগতকে সংকল্পবদ্ধ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে। শয়তান এখন অত্যাধিক কৌশলী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে যে সকল নীতি ও যে সকল শক্তি ব্যবহার করতে পারে সেগুলোকে একত্রিত করতে, যাতে যহিবার বধিরি বাধ্যতামূলক দাবিগুলো—বিশিষে করে চতুর আদর্শে, যা নির্দেশ করে কে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টি—সেগুলোকে খণ্ডন করা যায়।

পাপের মানুষ সময় ও বধি পরিবর্তন করার কথা ভেবেছে; কিন্তু সে কতি করেছে? এটাই বড় প্রশ্ন। রোম এবং যে সব গরিজা তার অধর্মের পয়লা থেকে পান করেছে, তারা সময় ও বধি পরিবর্তন করার কথা ভেবে নিজদের ঈশ্বরের উর্ধ্বে উন্নীত করেছে এবং ঈশ্বরের মহান স্মারক, সপ্তম দিনের বিশ্রামদিনকে ধ্বংস করেছে। বিশ্রামদিন স্থাপতি ছিল এই জন্য যে, তা ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টিতে ঈশ্বরের শক্তি এবং সপ্তম দিনে তাঁর বিশ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করবে। 'সুতরাং তিনি বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করলেন এবং পবতির করলেন,' কারণ এতে তিনি তাঁর সকল কার্য থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, যা ঈশ্বর সৃষ্টি ও নিমাণ করছিলেন। মহা প্রতারকের কৌশলী কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে স্থানচ্যুত করা। সময় ও বধি পরিবর্তন করার তার প্রচেষ্টায়, সে ঈশ্বরের বিরোধী এবং তাঁর উর্ধ্বে এক ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কাজ করেছে।

এটাই প্রধান বিষয়। এখানে দুই মহাশক্তি একে অন্যের মুখোমুখি—ঈশ্বরের রাজপুত্র, যশু খ্রিস্টি; আর অন্ধকারের রাজপুত্র, শয়তান। এখানই প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হচ্ছে। পৃথিবীতে মাত্র দুটি শ্রেণি আছে, এবং প্রত্যেকে মানুষ এই দুই পতাকার একটির অধীনে দাঁড়াবে—অন্ধকারের রাজপুত্রের পতাকার নচি, অথবা যশু খ্রিস্টির পতাকার নচি।

ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত ও সত্য সন্তানদের তাঁর আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত করবেন। পবতির আত্মা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এবং তিনি আমাদের জগতে এক পরাক্রমশালী কার্যকারী শক্তি হবেন, যিনি বিশ্বস্ত ও সত্যদের প্রভুর গোলাঘরে রাখার জন্য আঁটি বঁধে একত্র করবেন। শয়তানও প্রবল তৎপরতায় গমরে মধ্যে থেকে তার আগাছাগুলিকে আঁটি বঁধে একত্র করছে।

এখন খ্রিস্টির প্রত্যেকে সত্যকারের দূতরে শিক্ষা অত্যাধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ, অতি গুরুতর বিষয়। আমরা এমন এক যুদ্ধে নিয়ে জড়িত আছি, যা চরিত্রের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কখনোই শেষ হবে না। যীশুর প্রত্যেকে শিষ্য স্মরণ রাখুক যে, আমরা 'রক্ত-মাংসের বিরুদ্ধে নয়, বরং কর্তৃত্বসমূহের বিরুদ্ধে, ক্ষমতাসমূহের বিরুদ্ধে, এই জগতের অন্ধকারের শাসকদের বিরুদ্ধে, স্বর্গীয় স্থানসমূহে আত্মিক দুষ্টতার বিরুদ্ধে'

সংগ্রাম করছি। আহা, এই সংঘর্ষে চরিন্তন স্বার্থ জড়তি; অতএব এই বিষয়টির
মোকাবেলিয়ায় কোনো পৃষ্ঠতলীয় কাজ, কোনো তুচ্ছ অভিজ্ঞতা চলবে না। 'প্রভু
ভক্তজনদের পরীক্ষার মধ্য থেকে কীভাবে উদ্ধার করতে হয় তা জাননে, এবং
অধার্মিকদের বচার-দনি পর্যন্ত শাস্তির জন্য সংরক্ষতি রাখনে... অথচ স্বর্গদূতরো,
যারা ক্ষমতা ও পরাক্রমে বৃহত্তর, তারাও প্রভুর সামনে তাদের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক
অভিযোগ আননে না।' জনোরলে কনফারেন্স ডাইলি বুলটেনি, ৪ মার্চ, ১৮৯৫।